দহাকা, বাঁকা

হাসি, কান্না

[ض ح ك] [ب ك ى]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"হাসি কান্না" [ض ح ك] [ب ك ى] দহাকা (হাসি), বাকা(কান্না)**

"দহাকা" শব্দটি পবিত্র কুরআন মাজিদে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। "বাকা" শব্দটি পবিত্র কোরআনুল কারিমে ৭ বার এসেছে। মোট ১৪টি আয়াতে শব্দ দুটি আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। ১৪ টির মধ্যে ২টি সেজদার আয়াত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আত-তাওবা ৯:৮২**

১. [যারা তাবুক যুদ্ধের যাত্রাকে অপছন্দ করেছিল, ঘরে বসে থাকতে আনন্দবোধ করেছিল, তাদেরকে বলা হচ্ছে] সুতরাং তারা কিছুটা হেসে নিক, তারা তো প্রচুর কাদবে তাদের কৃতকর্মের কারনে।

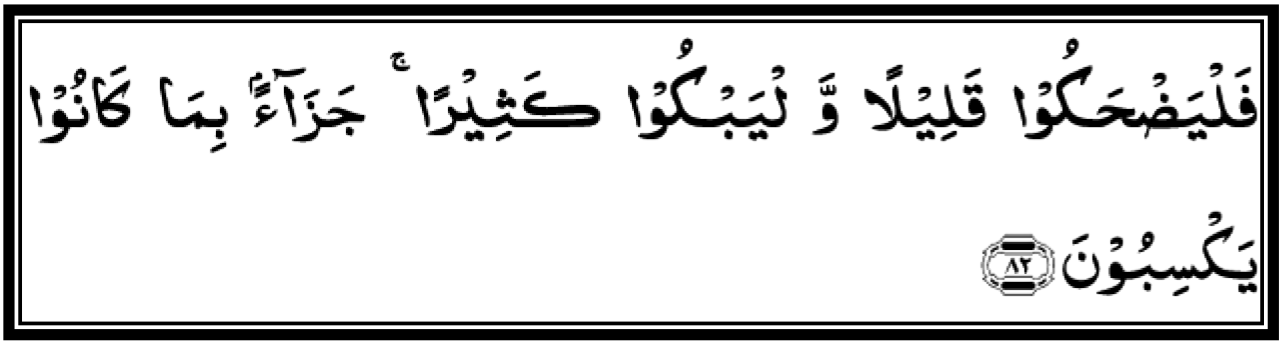

فَلۡيَضۡحَكُوۡا قَلِيۡلًا وَّ لۡيَبۡكُوۡا كَثِيۡرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۸۲﴾

অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।
(সূরা আত-তাওবা ৯:৮২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:৭১

২. ইব্রাহিমের স্ত্রী সারাহকে যখন আমরা সুসংবাদ দিলাম (পুত্র) ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে (নাতি) ইয়াকুবের, তখন সে (সারাহ) হেসে ফেললো।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ
يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা হুদ ১১:৭১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:১৬

৩. (ইউসুফকে কুয়ার মধ্যে ফেলে) তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) এসার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এসে উপস্থিত হয়।

وَجَآءُوْ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ؕ﴿١٦﴾

উহারা রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের পিতার নিকট আসিল। (সূরা ইউসুফ ১২:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: বনি ইসরাইল ১৭:১০৭ থেকে ১০৯

৪. যখন তাদের প্রতি কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পরে এবং এতে তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে দেন। **(সেজদার আয়াত)**

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ
اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ﴿١٠٧﴾

বল, তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাহাদেরকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনি তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে। (বনি ইসরাইল ১৭:১০৭)

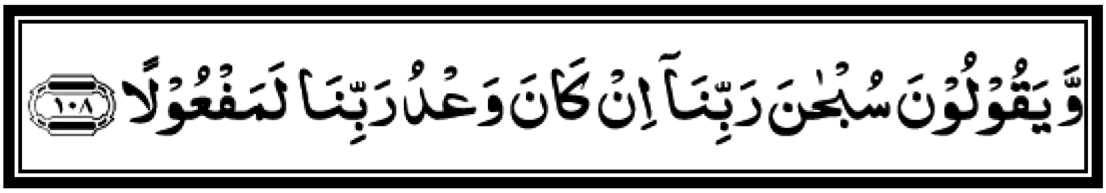
وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকারি হইয়া থাকে। (বনি ইসরাইল ১৭:১০৮)

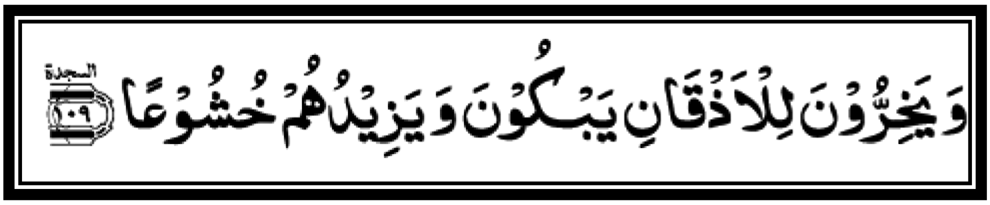
وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ السجدة

এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভুমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদের বিনয় বৃদ্ধি করিবে।
(বনি ইসরাইল ১৭: ১০৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মরিয়ম ১৯:৫৮**

৫. তাদের প্রতি যখন রহমানের আয়াত তেলাওয়াত করা হতো তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে।

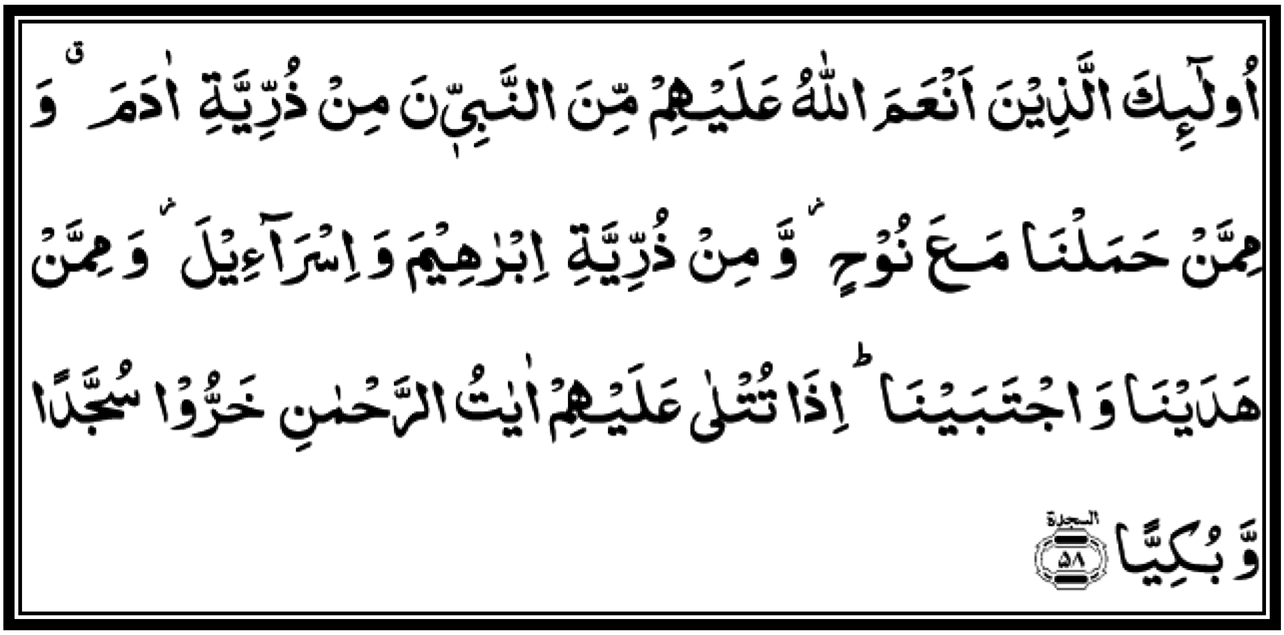
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَ
مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۙ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۙ وَمِمَّنْ
هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۭ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا
وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السجدة

ইহারাই তাহারা, নবীদের মধ্যে যাহাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, আদমের বংশ হইতে ও যাহাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহন করিয়াছিলাম এবং ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভুত ও যাহাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে। (সূরা মরিয়ম ১৯:৫৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিনুন ২৩:১১০

৬. তোমরা (কাফিররা) তাদের (মুমিনদের) নিয়ে (দুনিয়াতে) হাসি-ঠাট্টা করছিলে।

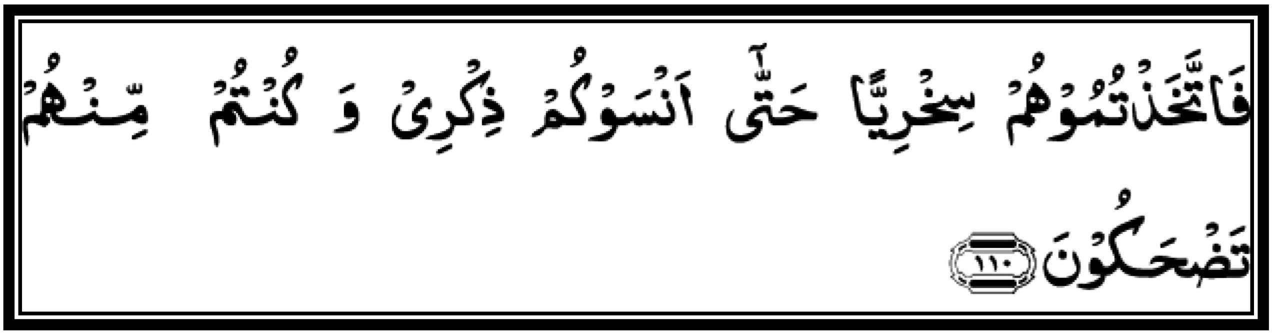

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ
تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾

কিন্তু তাহাদেরকে লইয়া এত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে যে, উহা তাহাদেরকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল তোমরা তো তাহাদেরকে লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে। (সূরা আল মুমিনুন ২৩:১১০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নামল ২৭:১৯

৭. (সুলাইমানের সৈন্যদল যখন পিপড়ার উপত্যকায় এসে পৌঁছে, তখন একটি পিপড়া বলে উঠে, হে পিপীলিকার দল, তোমাদের ঘরে দাখিল হও। সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পায়ের তলে পিষে না ফেলে) তার কথায় সুলাইমান মৃদু হেসে বললো, আমার প্রভু, আমাকে সামর্থ দাও, আমি যেন তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি।

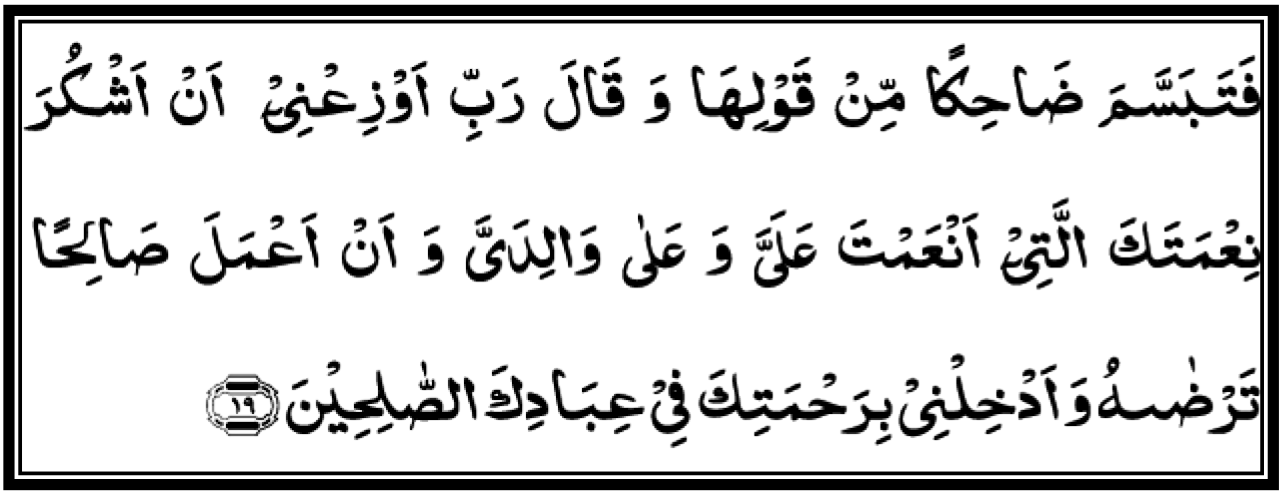

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর। (সূরা আন-নামল ২৭:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:৪৭

৮. সে (মুসা) যখন তাদের (ফেরাউন) কাছে আমাদের নদর্শনাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে।

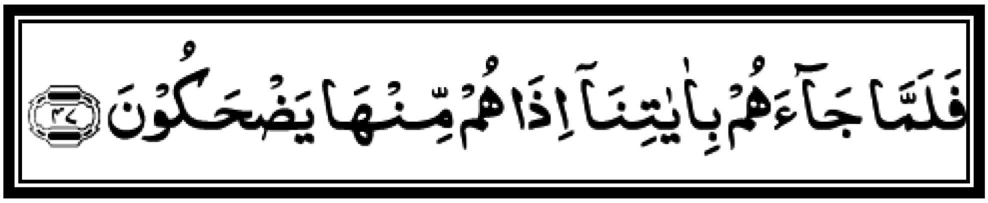

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ٤٧

সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।
(সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আদ-দুখান ৪৪:২৯

৯. [বাগবাগিচা, ঝর্ণাধারা, শস্যক্ষেত, বিলাসবহুল প্রাসাদ, বিলাস সামগ্রী নিয়ে তারা (ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়) মত্ত থাকতো, সেগুলো থেকে তাদের উচ্ছেদ করে, যখন তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হলো, তখন আল্লাহ বলছেন] আসমান কিংবা জমিন কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি।

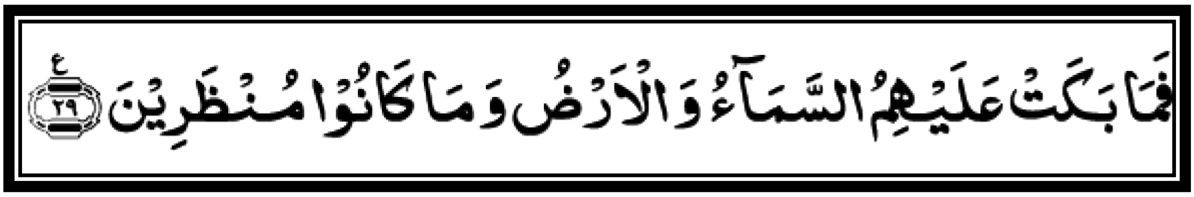

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ٢٩ ع

আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয় নাই।
(সূরা আদ-দুখান ৪৪:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নাজম ৫৩:৪৩, ৬০

১০. সমস্ত আসমানী কিতাবেই রয়েছে সব কিছুর সমাপ্তি হবে তোমার প্রভুর কাছে, তিনি মওত ঘটান এবং তিনি হায়াত দান করেন, তিনিই হাসাবেন এবং তিনি কাদবেন।

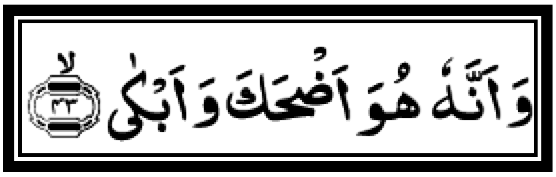

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ٤٣ لا

আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাদাঁন। (সূরা আন-নাজম ৫৩:৪৩)

১১. [কিয়ামত সন্নিকটে আল্লাহ ছাড়া কেউই তা উন্মুক্ত করতে সক্ষম নয়। তোমরা কি এই বাণীর (কুরআনের) ব্যাপারে বিস্ময়রোধ করছো?] হাসাহাসি করছ? অথচ কাঁদছো না? আসলে তোমরা গাফিল।

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۙ ٦٠

এবং হাসিঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না? (সূরা আন-নাজম ৫৩:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আবাসা ৮০:৩৮, ৩৯

১২. সেদিন (বিচারের দিন) অনেক লোকের চেহারা হবে উজ্জ্বল, হাসিখুশি আর শুভ সংবাদে অনন্দমুখর।

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ ٣٨

অনেক মুখমন্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল, (সূরা আবাসা ৮০:৩৮)

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ ٣٩

সহাস্য ও প্রফুল্ল। (সূরা আবাসা ৮০:৩৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৯, ৩৪

১৩.(পৃথিবীর জীবনে) যারা অপরাধ করতো তারা ঈমানদারদের হাসিঠাট্টা করত।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۖ ٢٩

যাহারা অপরাধী তাহারা তো মুমিনদেরকে উপহাস করত। (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৯)

১৪. সুতরাং আজ (বিচারের দিন) মুমিনরা উপহাস করবে কাফিরদের সাথে।

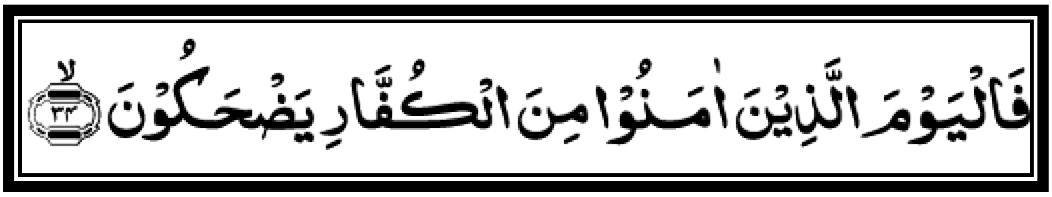

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۙ﴿۳۴﴾

আজ মুমিনগন উপহাস করিতেছে কাফিরদেরকে, (সূরা মুতাফিফীন ৮৩:৩৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আল্লাহর আযাবকে ভয় করে এবং জান্নাতের আশা নিয়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের হুকুম আহকাম মেনে দুনিয়ায় জীবন যাপন করি। এবং কেঁদে কেঁদে সেজদায় লুটিয়ে পড়ি, নিজেদের পাপকাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, প্রতিজ্ঞা করি পাপ কাজে আর লিপ্ত হব না, ফিরে আসি আল্লাহর পথে, কুরআন ও হাদীস বুঝে বুঝে পাঠ করি, সালাত খুশূ খুজুর (বিনয়ের) সাথে আদায় করি, সালাতে যা তেলাওয়াত করি তা ধীরে ধীরে অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করি, আমলে সালেহ করি, দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের প্রশংসা করি, আল্লাহর সাথে শিরক না করি- তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ গফুরুর রহিম আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

আল্লাহ ক্ষমা এবং করুনা প্রাপ্ত হলেই আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবো এবং জান্নাত লাভ করবো। এবং দুনিয়ার জীবন আমাদের কল্যাণময় হবে ইনশাল্লাহ।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/